দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 17 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

24

ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের নীতি পরিহার করুন

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। কাজেই এদেশের ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয় অনস্বীকার্য।

সরকার বলছে, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য বহু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অথচ বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল ঃ

১। প্রথম বিষয়টি 'ইসলামী শিক্ষা' নামেই চলে আসছিল কিন্তু গত এক বছর আগে এর নামকরণ করা হল ইসলাম শিক্ষা। এতে পার্থক্যটা কি হল? আমার মতে, ইসলামী শিক্ষা বলতে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলাম প্রদত্ত রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও পন্থা-পদ্ধতিকে বুঝায়। আর 'ইসলাম শিক্ষা' বলতে বোঝায় ধর্ম হিসেবে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে করা হয়। যেমন ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-কে ইসলাম সম্মেলন সংস্থা বলা হয় না। সুতরাং, নাম পরিবর্তন করে বিষয়টিকে খাটো করা হয়েছে।

২। ইতিপূর্বে এইচএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রী ইসলামী শিক্ষা বিষয়টিকে চতুর্থ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারত কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৩। ইতিপূর্বে এইচএসসি পর্যায়ে ৪০টি হাদীস সিলেবাসভুক্ত ছিল। বর্তমানে তার স্থলে ২৫টি হাদীসকে রাখা হয়েছে। আল-কুরআন অংশকেও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

৪। পূর্বে বিএসসি অনার্সে সাবসিডিয়ারী হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি নেয়া যেত এখন তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট মহল ইসলামী শিক্ষা বিষয়টিকে ধীরে ধীরে হয় বন্ধ করে দেয়া, না হয় সংকোচন করার নীতি গ্রহণ করেছেন। অথচ বাস্তবের দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীরা এ বিষয়টির প্রতি অধিক আগ্রহী। যে কারণে এ বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশী।

অতএব, 'ইসলামী শিক্ষার' প্রতি সংকোচন নীতি পরিহার করে একে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি।

—শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।